কনকাঞ্জলি

গীতিকাব্য

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল
প্রণীত

কলিকাতা

২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত

বিজ্ঞাপন

আজি সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পরে কনকাঞ্জলির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালী কবির সুনাম বা সমালোচনা কর্ণ-বিনোদন মাত্র। বাঙ্গালা ভাষার এ-ই তপস্যাকাল। সুতরাং সংহতি ও সাধনাই শ্রেয় পথ। ভরসা করি, এ আত্মপরিমার্জ্জনা বন্ধুবর্গের নিকট উপেক্ষণীয় হইবে না।

এই দ্বিতীয় সংস্করণের অর্দ্ধাধিক কবিতা নূতন এবং গ্রন্থি-সম্বদ্ধ। অবশিষ্টাংশ কনকাঞ্জলির প্রথম সংস্করণে ও ভুলে প্রচারিত হইয়াছিল। 'শেষ' কবিতাটিতে ভিক্টর হুগোর 'টয়লারস্ অব্ দি সি' নামক উপন্যাসের কথঞ্চিৎ ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে মৃত্যুবর্ণনা সুদীর্ঘ ও অননুকরণীয়; ইহা অতি ক্ষুদ্র ও সাধারণ।

সম্প্রতি সুকবি শ্রীমতী মানকুমারী কনকাঞ্জলি নামে একখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিজ্ঞাপন প্রচারের পূর্ব্বে এই পুস্তক অর্দ্ধাধিক মুদ্রিত হইয়াছিল। সুতরাং ইচ্ছাসত্ত্বেও আমার পুস্তকের নাম পরিবর্ত্তন করিতে না পারিয়া অতিশয় দুঃখিত রহিলাম। ইতি

১লা বৈশাখ,
১৩০৪ সাল। — গ্রন্থকার

সূচী

উৎসর্গ

৺বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১

নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্ম্মী—গর্ব্বোন্নত-শির,
কোন মহারাজা নহে পৃথিবীর,
    নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি।
তবু কাঁদ কাঁদ—জনম-ভূমির
    সে এক দরিদ্র কবি।

এসেছিল শুধু গায়িতে প্রভাতি,
না ফুটিতে ঊষা, না পোহাতে রাতি—
আঁধারে আলোকে প্রেমে মোহে গাঁথি
    কুহরিল ধীরে ধীরে।
ঘুম-ঘোরে প্রাণী ভাবি স্বপ্ন-বাণী
    ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে।

দেখিল না কেহ, জানিল না কেহ,
কি অতল হৃদি—কি অপার স্নেহ!
হা ধরণি, তুই কি অপরিমেয়
কি কঠোর কি কঠিন!
দেবতার আঁখি কেন তোর লাগি
জেগে থাকে নিশিদিন?

উদার আকাশ! প্রভাত বাতাস!
চাহ গো, কাঁদ গো, ফেল গো নিশ্বাস।
আরো ফুল ফল আরো তৃষা আশ
দাও দাও ধরাবুকে।
শিখাও জীবনে করিতে বিশ্বাস,
বুঝাও মরণ-দুখে।

মৃত তোর ভক্ত কাঁদ মা জাহ্নবি,
মৃত তোর শিশু কাঁদ গো অটবি,
হে বঙ্গ-সুন্দরি, তোমাদের কবি
এ জগতে নাই আর!
কোথায় সারদা—শরতের ছবি,
পর বেশ বিধবার!

কাঁদ তুমি কাঁদ। জ্বলিছে শ্মশান—
কত মুক্তাছত্র, কত পুণ্যগান,
কত ধ্যান জ্ঞান, আকুল আহ্বান
অবসান চিরতরে!
পুণ্যবতী মার পুত্র পুণ্যবান
ওই যায় লোকান্তরে!

যাও, গুরো, যাও, বুঝিয়াছি স্থির—
মানব-হৃদয় কতই গভীর,
বুঝেছি কল্পনা কতই মদির,
কি নিষ্কাম প্রেমপথ!
কেবা বাণীপায়ে রাখে নিজ শির,
নিজ পায়ে পর-মত।

বুঝিয়াছি, গুরো, কত তুচ্ছ যশ,
কি রূপা কবিতা—কত সুধারস,
প্রেম কত ত্যাগী—কত পরবশ,
নারী কত মহীয়সী!
পূত মত্ততায় মুগ্ধ দিক্‌দশ,
ভাষা কিবা গরীয়সী।

বুঝিয়াছি, গুরো, কোথা সুখ মিলে—
আপনার হৃদে আপনি মরিলে।
এমনি আদরে দুখেরে বরিলে
নাহি থাকে আত্মপর।
এমনি বিস্ময়ে সৌন্দর্য্যে হেরিলে
পায়ে লোটে চরাচর।

বুঝিয়াছি, গুরো, কিবা শ্রেয় ভবে—
কি যোগ-মত্ততা কবিত্ব-সৌরভে!
সুখদুখাতীত কি বাঁশরী-রবে
কাঁদিলে আরাধ্যা লাগি!
ধন জন মান যার হয় হবে—
তুমি চিরস্বপ্নে জাগি!

তাই হোক হোক। অনন্ত স্বপনে
জেগে রও চির বাণীর চরণে;
রাজহংস সম প্রেম-গুঞ্জরণে
চরণ-দুখানি ঘেরি।—
করুণাময়ীর করুণ নয়নে
সকরুণ প্রেম হেরি।

তাই হোক হোক। চির কবি-সুখ
ভরিয়া রাখুক সে সরল বুক;
জগতে থাকুক জগতের দুখ
জগতের বিসম্বাদ।
পিপাসা মরুক, ভরসা বাড়ুক,
মিটুক কল্পনা-সাধ।

তাই হোক হোক। ও পবিত্র নামে
কাঁদুক ভাবুক নিত্য ধরাধামে;
দেখুক প্রেমিক সুগভীর যামে
স্বপনে জগত ঢাকি—
নামিছে অমরী ওই গীত ধরি
আঁচলে মুছিয়া আঁখি।

তাই হোক হোক। নিবে চিতানল,
কলসে কলসে ঢাল শান্তিজল!
ধরা-দগ্ধ প্রাণ হউক শীতল—
ভব-জনমের হাহা।
লহ লহ, গুরো, মরণ-সম্বল—
জীবনে খুঁজিলে যাহা!

Express thyself, and 'twill a riddle be.

কিশোর কথা

কিশোরী

ধর সখি, কনক-অঞ্জলি।
নহে ইহা ফুল-মালা—
আসি নাই দিতে জ্বালা,
এসেছি বিদায় নিতে কেঁদে যাব চলি।
তুলিব না পূর্ব্ব-কথা,
সে কেবল মর্ম্ম-ব্যথা,
সে সময় নাহি আর কি হইবে বলি।
অদৃষ্ট-ঝটিকা-ঘায়
শুষ্ক পত্র উড়ে যায়,
কর্দ্দমে তরুর মূলে—তুমি কুন্দকলি!—
ধর ধর হৃদয়-অঞ্জলি।
কি দিয়ে শোধিবে দীন
তোমার অপার ঋণ!
তবু দিল—যাহা ছিল মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলি।

কতদিন পরে

কতদিন পরে আজ—কতদিন পরে
কি স্মৃতি-কুহকে চিত চমকে আমার!
কল্পনার ফল্গুনদী লহরে লহরে
ছুটিছে কল্লোলি পুন প্লাবি দুটি ধার।
সেই আশা সে পিপাসা সুদূর প্রান্তরে
আমার বাসর-কুঞ্জ রচিছে আবার।
কাহার বিস্মৃত স্বপ্ন ডাকিছে কাতরে,
নিশীথ বাঁশীতে যেন করি হাহাকার।

বাহ্য-জ্ঞান অভিমান জগত সংসার
ঘুমায়ে প'ড়েছে যেন মলয়-সমীরে!
হৃদয়ের হেথা-হোথা সুখস্পর্শ কার—
পথহারা জ্যোস্না সম কেঁদে কেঁদে ফিরে!
ইচ্ছা হয় উঠি কেঁদে ডাকি ছেড়ে গলা—
কতকাল পরে আজ কেন এই ছলা!

কবি

সরল-হৃদয় কবি
যেখানে মাধুরী-ছবি
সেখানে আকুল।
জ্যোস্না-তলে নদী-কূলে
ঊষালোকে তরু-মূলে
কত বকে ভুল।

প্রজাপতি মৃগ-আঁখি
ফুলে অলি ডালে পাখী
গাছে গাছে ফুল,
দোলে লতা কাঁপে পাতা
চকাচকি ঠোঁটে গাঁথা—
দেখিলে ব্যাকুল।

রমণি, তোমারে চেয়ে
ভেবো না কি গেল গেয়ে,
কি বকিল ভুল !
সরল-হৃদয় কবি
যেখানে মাধুরী-ছবি
সেখানে আকুল।

সুখ

এমন চঞ্চল কেন সুখ,
নদীবুকে যেন ক্ষুদ্র ঢেউ।
ব্যাকুল লুকাতে সদা মুখ,
ধরার সে নহে যেন কেউ!

কখন সে ল'য়ে আপনারে
পারে না নিমেষ হ'তে স্থির।
কীট সম চাহে লুকাবারে
শত দুখ করিয়া বাহির।

একা সুখ নাহি পায় সুখ,
তাই পরমুখী পরমনা ?
তাই কেঁদে ডাকে শত দুখ ?
বাস যথা বিলাতে আপনা।

রমণি, তোমার মুখ হেরে
সুখ বুঝি এত সুখ পায়—
অত সুখ সহিতে না পেরে
আত্মঘাতী হ'য়ে ম'রে যায় !

লহ উপহার

ধর ধর হৃদি-পুষ্প লহ উপহার।
আজি এ মধুর প্রাতে
মধুর প্রভাত-বাতে
কি শুভ সংবাদ আসে প্রেম-দেবতার!
গোপনে আপনে, নারি,
আর না রাখিতে পারি—
ছুটে কি আকুল শ্বাস সুখ-মলয়ার!
বুঝি দলে দলে ফুটে
পূর্ণতায় পড়ি লুটে,
টুটে পড়ে চারিধারে সর্ব্বস্ব আমার।
তুলিতে তুলিতে ফুলে
লহ গো আমারে তুলে—
গাঁথিয়া পর গো গলে প্রেম-ফুলহার।

ধর ধর হৃদি-পুষ্প লহ উপহার।
তুমি স্বর্গ-বনদেবী
ভ্রমিছ সমীর সেবি,
আমি মন্দাকিনী-কূল-নবীন-মন্দার!
জন্ম-জন্মান্তর ধরি
আশা স্মৃতি জড় করি
গড়িয়াছি তোমা লাগি স্বপন-সম্ভার।—
তুমি পরিমল-সুখে
তুলিয়া লইবে বুকে,
পবিত্র কৃতার্থ হব পরশে তোমার।
রাখ কিম্বা দল' পায়—
কিবা তায় আসে যায়,
তোমারি একান্ত আমি স্বতঃ উপহার।

এই পথ দিয়ে যাবে

(রবার্ট ব্রাউনিঙের ভাবানুকরণ)

সারা বসন্তটি ধ'রে অফুট গোলাপ তুলি,
বেছে বেছে ফেলে দিয়ে ছোট ছোট কাঁটাগুলি,
ছড়ায়ে রেখেছি পথে, এই পথ দিয়ে যাবে—
যেতে যেতে একবার সে কি হেসে পাশে চাবে?
—দ'লে যাবে ফুলরাশ, হয় ত চাবে না হায়!
কত ফুল বৈশাখে ত মাটিতে শুকায়ে যায়।

সেধেছি বাঁশীটি ল'য়ে কত না যতন ক'রে
একটি প্রাণের সুর সারাটি যৌবন ধ'রে;
সে কি আজ বুঝিবে না কার লাগি বাঁশী বাজে—
একবার শুনিবে না থমকি সরমে লাজে?
—হয় তো শুনিবে গান, কভু না দাঁড়াবে ফিরে!
কত পাখী কলকল করে ত সাগর-তীরে।

সারাটি জীবন ধ'রে জমায়েছি ভালবাসা,
জমায়েছি রাশি রাশি কল্পনা মত্ততা আশা;
দেখাইব, বুঝাইব, সযতনে, প্রাণপণে—
একটু মমতা দয়া হবে না কি তার মনে?
—দেখিবে সে ভালবাসা হয় ত ঘৃণার ভাবে!
না হয় সকলি দিয়ে কেঁদে কেঁদে দিন যাবে।

এই পথ দিয়ে গেছে

(রবার্ট ব্রাউনিঙের ভাবানুকরণ)

এই পথ দিয়ে গেছে, এখনো যেতেছে দেখা
শত শুভ্র তৃণ-ফুলে চরণ-অলক্ত-রেখা।
এই পথ দিয়ে গেছে চেয়ে চেয়ে চারি দিকে,
এখনো হরিণী চেয়ে পথ-পানে অনিমিখে।

এই পথ দিয়ে গেছে তুলে ফুল ছিঁড়ে শাখী,
নাড়া পেয়ে সাড়া দিয়ে এখনো উড়িছে পাখী।
এই পথ দিয়ে গেছে গেয়ে গেয়ে মৃদু গান,
এখনো কাঁপিছে বায়ে সেই গুন্ু-গুনু তান।

এই পথ দিয়ে গেছে, ব'সে গেছে নদী-কূলে,
গেঁথে গেছে ফুল-মালা প'রে যেতে গেছে ভুলে!
এই পথ দিয়ে গেছে, কেঁদে গেছে তরু-ছায়,
এখনো সে অশ্রুকণা শিশিরে মিশে নি, হায়!

কোথায় যেতেছে চ'লে, কে মোরে বলিয়া দেয়?
এ অশ্রু কে মুছে যাবে, এ মালা কে তুলে নেয়!
কি তার মনের কথা, আমি ত বুঝি নে কিছু!
কে দেখেছে তার মুখ? আমি যে র'য়েছি পিছু।

সন্ধ্যায়

আয় স্মৃতি, প্রীতির নন্দিনি!
পর্ব্বত-শিখর হ'তে— তটিনীর কলস্রোতে
শুনিতেছি যেন তোর মৃদু পদধ্বনি।
তরুর মৃদুল শ্বাসে, ফুলের কোমল বাসে,
সন্ধ্যার বাতাসে যেন তোর শ্বাস শুনি।
আকাশের ম্লান চোখে— তারকার ক্ষীণালোকে
ছায়া ছায়া দেখি যেন তোর মুখখানি।
আয় স্নেহরাণি!

আয় স্নেহরাণি!
জেগে জেগে সারাদিন হ'য়ে অতি বলহীন
শুইয়া প'ড়েছে বুকে কল্পনা-রমণী;
মুখখানি তুলে তাঁর ডাক্ তারে একবার,
উঠিলে উঠিতে পারে তোর স্বর শুনি।
দেখিলে দেখিতে পারে চেয়ে চেয়ে চারিধারে—
প্রকৃতির অশ্রুমাখা শ্যাম শোভাখানি।
আয় স্নেহরাণি!

আয় স্নেহরাণি!

রেখেছি যতন ক'রে পাতিয়া তোমার তরে

কোমল অশ্রুর শয্যা—ভাঙা হৃদিখানি।

আয়, বুকে থাক্ শুয়ে একটি স্বপন হ'য়ে,

হইয়া একটি শান্ত আঁধার যামিনী।

নিশি যেন না পোহায়, পাখী যেন নাহি গায়,

আঁধারে স্বপনে যায় জীবন এমনি!

আয় স্নেহরাণি!

স্বপ্নরাণী

ঘুমন্ত চাঁদের বুক হ'তে
ভেসে ভেসে জোছনার স্রোতে,
মুক্ত বাতায়ন দিয়া, তরাসে কম্পিত হিয়া,
আসি সখা, তোমায় দেখিতে!

ধীরে পড়ে বায়ুর নিশ্বাস,
মৃদু কাঁপে ফুলের সুবাস;
ছোট ছোট তারাগুলি ঘুমে পড়ে ঢুলি ঢুলি,
ঠোঁটে কাঁপে সরমের হাস।
নদী-পারে ডাকে পাখী আধ-ঘুমে থাকি থাকি,
কুলু কুলু নদী ব'হে যায়;
তীরে তীরে তরুকোলে কুসুমিতা লতা দোলে,
জগৎ ঘুমায়।
আসি সখা, দেখিতে তোমায়!

যখন গো হৃদয় ঘুমায়—
বাসনা ঘটনা যত, সমীরে সুরভি মত,
নীরবে দুটিতে মিশে যায়;
ভাসা ভাসা কথা শত, নদীতে ঢে'য়ের মত,
হেথাহোথা ভাসিয়া বেড়ায়;
কে আপন কেবা পর, কাহারে করিবে ভর
হৃদয় বুঝিতে নাহি চায়—
স্বপনের মত হ'য়ে হাতে প্রেমমালা ল'য়ে
আসি সখা, দেখিতে তোমায়!

আসি সখা, দেখিতে তোমায়।
একটি চুমিতে সাধ যায়।
যাই যাই পারিনা গো, ভয় হয় পাছে জাগো,
কেঁপে কেঁপে ওঠে ঠোঁট সরমে তরাসে,
এলাইয়া পড়ে দেহ যেন ঘুম আসে।
একবার হয় ভয়, আরবার মনে হয়—
জেগে উঠে কর আলিঙ্গন!—
তোমার বুকেতে শুয়ে একটি না কথা ক'য়ে
ম'রে যাই জনম-মতন!

প্রভাতে

কে ভাঙিল হৃদয়-কানন ?
সাধের অফুট ফুলবন !
বুঝি কোন্ সুরবালা
খেলিতে কুসুম-খেলা
এসেছিল নিশীথে কখন !
হেথাহোথা যায় দেখা
চঞ্চল-চরণ-রেখা,
হেথাহোথা কুন্তল-ভূষণ।
হোথায় কেতকী-গাছে
অঞ্চল লাগিয়া আছে—
বালিকা রে, এ খেলা কেমন !
পেয়ে নিশি পৌর্ণমাসী
ছিঁড়েছ মুকুল-রাশি,
ভেঙেছ অফুট ফুলবন !

সেথা কি ছিল না ফুল,
এমন সাধের গুল,
লতা-গৃহ, নিকুঞ্জ-ভবন ?
কুমুদ-কহ্লারে ভরা
হেন দ্বরা মনোহরা,
বকুল-কামিনী-যূথী-বন ?
কে জানে নারীর খেলা,
কেমন সে গাঁথে মালা !
কে জানে কেমন নারী-মন !
একটি না কথা ব'লে,
কত সাধ যায় দ'লে,
কত শ্রম বাসনা যতন !

মিলনে

এই কি ধরণী সেই, স্বর্গ কভু নয়?
নহে কল্পলতা-কুঞ্জ, একি সে কানন?
নহে মন্দারের শ্রেণী এ তরু-নিচয়?
নহে বিধাতার মূর্ত্তি, একি সে তপন?
নহে অপ্সরীর শ্বাস, বহে কি মলয়?
নহে দেববীণা-ধ্বনি, ভ্রমর-গুঞ্জন?
একি নহে মন্দাকিনী, সে যমুনা বয়?
একি আমি সেই দেহ, সেই প্রাণ মন!

বল সখি, সত্য তুমি—নহ গো কল্পনা!
সত্য ধ্রুব সত্য এই হৃদয়-মিলন।
স্বপন-ছলনা নহে—এ প্রেম-চেতনা!
জীবনের অন্তরালে অনন্ত জীবন!
দরশে পরশে আমি হারায়ে আপনা
পাতিয়াছি দেহে মনে তব পদ্মাসন।

শত নাগিনীর পাকে

শত নাগিনীর পাকে বাঁধ বাহু দিয়া,
পাকে পাকে ভেঙে যাক্ এ মোর শরীর।
এ রুদ্ধ পঞ্জর হ'তে হৃদয় অধীর
পড়ুক ঝাঁপায়ে তব সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপিয়া!
হেরিয়া পূর্ণিমা-শশী টুটিয়া লুটিয়া
ক্ষুভিয়া প্লাবিয়া যথা সমুদ্র অস্থির;
বসন্তে বনান্তে যথা দুরন্ত সমীর
সারা ফুলবন দলি নহে তৃপ্ত হিয়া।

এ দেহ-পাষাণ-ভার কর গো অন্তর।
হৃদয়-গোমুখী-মাঝে প্রেম-ভোগবতী
ক্ষুদ্র অন্ধ পরিসরে ভ্রমি নিরন্তর,
হ'তেছে বিকৃত ক্রমে অপবিত্র অতি।
আলোকে পুলকে ঝরি তুলি কলস্বর
করুক তোমারে চির স্নিগ্ধ শুদ্ধমতি।

এখনো রজনী আছে

এখনো সুদীর্ঘ ছায়া ঢাকি তরুমূল,
এখনো সুদূর বাঁশী আলাপে মধুর,
এখনো ঝরিছে জ্যোস্না মলিন বিধুর,
এখনো বহিছে ঝরা করি কুলুকুল।
এখনো ফুটিছে ফুল, টুটিছে মুকুল,
এখনো দেখিছে গিরি রবি কত দূর,
এখনো সুমন্দ বায়ু সুগন্ধ-আতুর,
কেন তুমি বন-যূথি, সরমে আকুল!

সুপ্ত-অলিবন্ধ-পদ্মকলিকা-নয়নে
রও চির চেয়ে রও, লো মধু-যামিনি!
অতনু-কম্পিত তনু—অতৃপ্ত স্বপনে
বাঁধ চির-আলিঙ্গনে, কুসুম-কামিনি!
এখনো দেবতা-আঁখি জাগিয়া আকাশে,
এখনো দেবতা-শ্বাস ভাসিছে বাতাসে।

আসি তবে

আসি তবে, প্রেম-নিশা বুঝি বা পোহায়।
প্রত্যক্ষ আগত-প্রায়,
ভাষা আর না জুয়ায়,
শপথে সন্দেহ হয়—বিদায় বিদায়।
ভাঙিছে কল্পনা-ভ্রান্তি,
আসে বুঝি সুখ-শ্রান্তি;
আসিলে বিরক্তি ঘৃণা রবে না উপায়!
বিদায় বিদায়।

অসমাপ্ত এ চুম্বন, অপূর্ণ পিপাসা।
এই তো প্রেমের বন্ধ—
বাস্তবে স্বপনে দ্বন্দ্ব,
কবিতার চিরানন্দ সশঙ্ক দুরাশা!
খুলে দাও বাহু-পাক,
অপূর্ণ অপূর্ণ থাক্,
আজিকে কাঁদিয়া গেলে কাল হেসে আসা।
থাকুক পিপাসা।

থাকিতে সময় তবে বিদায়, ললনা!
মিলন চঞ্চল অতি
বিরাগ-সাগরে গতি;
আর জাগিব না রাতি থাকিতে চেতনা!
দেখিছ না পলে পলে
প্রেম আত্মঘাতে চলে,
হৃদয়ে হ'তেছে ক্রমে বিরহ-ধারণা।
বিদায়, ললনা!

হাহা, হৃদি বিনির্ম্মিত অস্থি-মজ্জা-মেদে।
পরিমলে কুতূহলী
ফুলে শেষে পায়ে দলি;
তৃপ্তির নরকে জ্বলি অতৃপ্তির খেদে।
বুঝি না বাঁশরী দূরে
সহস্র আস্থায়ী ঘুরে,
অসীম মিলন স্ফুরে সসীম বিচ্ছেদে।

সে নয়নে

উ! সে নয়নে যদি সমস্ত পরাণ
পারিতাম ঢেলে দিতে চুম্বনে চুম্বনে!
নির্লিপ্ত নয়নে চেয়ে চঞ্চল চরণে
পলাত না দূরে আজ হরিণী-সমান।
ঝরিত সে আঁখি হ'তে কত গীতগান
সুখে স্বপ্নে মুগ্ধ করি প্রেমলুব্ধ জনে!
প্রশান্ত আকাশ-সম নয়নে নয়নে
ঘুরিত ফিরিত সদা কি কাব্য মহান!

পূর্ণিমা-কিরণে যথা নীল সিন্ধুজল
ছল ছল অবিরল হারায়ে নীলিমা!
প্রভাত-কিরণে যথা নীল মেঘদল,
প্রান্তে প্রান্তে সুপ্ত হাসি—স্বরগ-মহিমা!
বসন্ত-মিলনে যথা জগত বিহ্বল—
রূপসী হারায়ে তথা রূপের গরিমা।

হৃদয় সমুদ্র-সম

হৃদয় সমুদ্র-সম আকুলি উচ্ছ্বসি
আছাড়ি পড়িছে আসি তোমা-উপকূলে!
হৃদয়-পাষাণ-দ্বার দেবে না কি খুলে?
চিরজন্ম লুটিব কি ও পদ পরশি!
অনুদিন অনুক্ষণ দুরাশায় শ্বসি
বৃথায় পশিতে চাই ওই হৃদি-মূলে!
হা রমণি, লক্ষ্যহীন কি নয়ন তুলে
হেরিছ মরণ-লুণ্ঠ স্থির গর্ব্বে বসি!

কি হৃদয়-হীন তুমি রমণী-হৃদয়!
এত শ্বাসে এত ভাষে এতেক ক্রন্দনে,
এত স্পর্শে এত বর্ষে এতেক বন্ধনে
দানব সদয় হয়—ব্রহ্মাণ্ড বিলয়!
মিছে এই সাধা কাঁদা অদৃষ্টের ফেরে!—
চিরদিন প'ড়ে থাকা পাষাণীরে ঘেরে।

আঁখি

(মুরের অনুকরণ)

আঁখির কি আশা!
প্রভাত-কমল, রসে ঢল ঢল,
নব রবি-পানে চেয়ে—ঝরে না পিপাসা,
এত তার ঝরে না পিপাসা!

আঁখির কি ভাষা!
উন্মত্ত কবির উন্মত্ত সঙ্গীতে
ছড়ান নাহিক এত ভালবাসা!

প্রিয়ে, একবার চাও।
এ বিষণ্ন হৃদি পরে, অশ্রু-হারা মেঘ-স্তরে,
ইন্দ্রধনু বারেক ফুটাও!
এ জীবন-বর্ষা-শেষে আলো-মাখা বৃষ্টি-বেশে
দণ্ড দুই খেলি একবার,
প্রিয়ে, আঁখিতে তোমার!

কাঁদিতে পার গো যদি

কাঁদিতে পার' গো যদি চিরকাল নিতি নিতি,
এস তবে এস, সখা, দুজনে করি পিরীতি।
মিলনে নাহিক সাধ,
সে কেবল অপবাদ;
রব' মোরা দূরে দূরে, রবে সুধু সুখ-স্মৃতি!

মিলনের লাগি মন কাঁদিবে আকাশে চাই,
বুঝাইব দীর্ঘ শ্বাসে জগতে মিলন নাই!
এ যে গো মাটির ধরা,
নর-নারী স্বার্থে ভরা;
এ নহে নন্দন-বন, হেথা আছে লোক-ভীতি!

চোখে উছলিবে জল, মুখে ফুটিবে না কথা,
অন্তরে পিপাসা আশা, সম্মুখে সংসার-ব্যথা।
কাছে আছ, তবু নাই!
আরো চাই—আরো চাই!
দিয়েছ নিয়েছ সব তবুও অভাব-গীতি!

মিলন নরক-দাহ—আজীবন হাহাকার,
নিমেষ-চঞ্চল-সুখে বুকে চির অগ্নি-ভার।
বিরহ-মথিত প্রেম,
অনল-কষিত হেম!
কলঙ্কের ডালি তুলে দিও না মাথে, অতিথি!
এ নহে প্রেমিক-রীতি!

অশ্রু-জল

হৃদয়ে বেঁধেছি সখি বল।
মুছে ফেল নয়নের জল।
দাও দাও ছেড়ে দাও, যেথা ইচ্ছা—দূরে যাও;
প্রেম যদি কলঙ্ক কেবল;—
এ প্রেমে কি ফল?
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠ প্রায় কে বহিবে চির হায়
বাসুকি-গরল!
যদি এ সাধের মায়া সুধু আলেয়ার ছায়া,
জীবন শ্মশান করি বিভীষিকা-স্থল;—
এ প্রেমে কি ফল?

মুছে ফেল নয়নের জল।
ওই বিন্দু মুকুতায় ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া যায়,
আমি কোথা বল্!
এখনি সংযম-হারা গ্রহ উপগ্রহ পারা
হৃদয়ে উঠিবে কোলাহল!
মুছে ফেল নয়নের জল।

যাও তবে

যে কথা থাকিতে প্রাণ ফুটিবে না মুখে,
পলে পলে বুঝিতেছে কিন্তু প্রাণ মন!
দেখ আজ দিবালোকে
অশ্রু মুছি স্থির চোখে—
নয়নের প্রাণপণ শূন্য আক্রমণ।

যে অধর কাঁপিতেছে বলিবার তরে
সে অধরে একবার কর লো চুম্বন।
বিদ্যুত-প্রবাহে শত
বুঝে যাও জন্ম-মত
ছিন্নকণ্ঠ-হৃদয়ের যন্ত্রণা-লুণ্ঠন।

কি দিব বিদায়-চিহ্ন, তুমি তুলে লহ
যূথী জাতি শেফালিকা তোমারি সকল!
ধরার বসন্ত বটে,
আমি বৈতরণী-তটে
খুজিতেছি কোথা মৃত্যু—তুষার-শীতল।

যাও তবে কি বলিব! কভু কোন দিন
শুন যদি অভাগার হ'য়েছে মরণ;—
একদিন ধরাতলে
এক বিন্দু অশ্রুজলে
তৃষাহত প্রণয়ের করিও তর্পণ

দুদিকে

দুদিকে ফিরাল মুখ নীরবে দুজন,
জন্ম-মত পরস্পরে চাহি একবার।
পড়িল একটি শ্বাস, মুছিল নয়ন,
ঘুচিল না নয়নের তবু অন্ধকার!
রহিল পড়িয়া পিছে পুষ্পিত কানন,
সম্মুখে অপরিচিত সুদীর্ঘ সংসার;—
যায় যায় তবু যায়—বাধিছে চরণ,
কে জানে তরিবে কি না ঘরে যে যাহার!

যায় যায় তবু যায়, বিশুষ্ক নয়নে
রাখিয়া কলঙ্ক-রেখা স'রে গেছে জল।
যায় যায় শূন্যে চায় অতি শূন্য মনে,
ছিন্ন ভিন্ন চূর্ণ সব, শূন্য ধরাতল।
চুম্বন-চিহ্নটি স্বধু অধর-শয়নে
জীবনের চিরস্মৃতি মরণ-সম্বল।

যে যাবে সে যাক

যে যাবে সে যাক, দেখো, না যেন সে যায় খালি!
নিজে যাক—নিয়ে যাক যে তাহার ছিল কালি।
বসন্ত ত গেল যেন,
এত শুষ্ক পাতা কেন!
প্রেম যাক—প্রাণ যাক, স্রোত যাক নিয়ে বালি।
মিছে বরষার শেষে
কে রবে শরত-বেশে—
লক্ষ্য-হারা মেঘ-মত আকাশ-তলে!
অতিথি যাইতে চায়,
কে ধ'রে রাখিবে তায়,
কেন না নিবায়ে যাবে গেছে যে অনল জ্বালি!
প্রেম গেলে স্মৃতি ল'য়ে
কে বাঁচিবে স'য়ে স'য়ে,
আকাশের পানে চেয়ে সজল চোখে!—
হেথা নাম হোথা চিঠি,
হেথা হাসি সেথা দিঠি,
হেথায় চরণ-চিহ্ন, সেথা শুষ্ক ফুল-ডালি।

নিদাঘে

দিয়েছিলে জোস্না তুমি নিয়ে আছি অন্ধকার;
দিয়েছিলে ভালবাসা নিয়ে আছি হাহাকার।
নাহি বুকে ফুল-মালা, আছে শুষ্ক ফুল-ডোর,
বসন্ত, কোথায় গেলি রাখিয়া নিদাঘ ঘোর!

দিয়েছিলে বাঁধি বীণা, ছিঁড়ে যে ফেলেছি তার—
ভ্রমর গুঞ্জর তুলে আসে না ত কাছে আর!
তটিনী উছলি কূলে আনে না মরালী-কুল,
ছায়ায় ডাকে না পাখী, কায়ায় ফোটে না ফুল।

আসিলে স্বপন-শেষে ঊষার মতন খেলে,
গেলে বিদ্যুতের মত শত বজ্র পাছে ফেলে!
কোথা রাখালের বাঁশী—বিহগের কলকল,
কোথা সে শিশির-কণা ফুলে ঘাসে টলটল!

কোথা সে প্রভাত-স্বপ্ন, কোথা সে সন্ধ্যার গান,
কোথা সে পূর্ণিমা-নিশি চেয়ে চেয়ে অবসান!
সুখ নাই দুখ নাই—কিশলয়ে কাঁপাকাঁপি,
কথা নাই ব্যথা নাই—ফুলে ফুলে চাপাচাপি।

কোথা সে নিকুঞ্জ-ছায়া অলস পরশ-খেলা?
কোথা মৃদু-কল্লোলিনী এ মরু-মধ্যাহ্ন-বেলা'!
তৃষায় ফাটিছে প্রাণ—কই প্রেম-পুণ্যজল!
চারিদিকে মরীচিকা হাসিতেছে খলখল।

এস বর্ষা, এস তুমি, তুমি নিদাঘের শেষ,
ল'য়ে এস অন্ধ নিশি—ঘুচাও এ তৃষা-ক্লেশ।
ল'য়ে এস স্তব্ধ দৃষ্টি, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুজল,
হুহু হুহু ঝর ঝর—ধরা যেন রসাতল।

বর্ষা-নিশায়

থাকি থাকি ডুবে থাকি নয়ন-নীরে!
হেলা-ফেলা নানা জ্বালা সদা বাহিরে!
তপন-দহনে হায়
শিশির শুকায়ে যায়;
মরুতে লুকায় নদী বালুকা চিরে।
ফুলের বাহির হ'য়ে
পরিমল মরে ভয়ে;
জোছনা মেঘের ধারে কাঁদিয়া ফিরে।
হেলা-ফেলা নানা জ্বালা সদা বাহিরে।
নিবুক আশার আলো—
দুখে দুখ রবে ভালো,
বরষার নিশা-সম আপনা ঘিরে
থাকি থাকি ডুবে থাকি নয়ন-নীরে।
পিরীতি কুয়াসা-সম
ল'য়ে নিজ তম-ভ্রম
এ আঁধার জলাভূমি-হৃদয়-তীরে
লুটুক—টুটুক একা নীরবে ধীরে।

শরত-প্রভাতে

এই যে স্বপনে বালা কুসুম গাঁথিতেছিল!
অধরে জোছনা-হাসি অলসে কাঁপিতেছিল।
নদী, রাঙা পদমূলে,
যেতেছিল দুলে দুলে;
গুণ্ গুণ্ গেয়ে অলি অধর চুমিতেছিল।
কুহরিতেছিল পিক,
ফুলে ছেয়েছিল দিক্,
শিথিল অঞ্চলে কেশে সমীর লুটিতেছিল।
উষা, লতা ফাঁক বেয়ে,
মুখ-পানে ছিল চেয়ে;
কপোলে গোলাপ-রাঙা সরমে ফুটিতেছিল।
আঁখি দুটি ছল ছল,
চাহিতে নাহিক বল,
হরিণী নয়ন-পানে বিস্ময়ে চাহিতেছিল।
সে স্বপন কোথা গেল!
জাগরণ কেন এল!
জগতের ছাড়াছাড়ি হৃদয়ে ঘুচিতেছিল।

দুখ

গোলাপ সুন্দর অতি
কিন্তু কণ্টকেতে ফোটে ;
নির্ঝর মধুর গতি
কিন্তু পাষাণেতে লোটে ;
কমল সুবাসে ভরা
ফোটে বদ্ধ জল-কোলে ;
জীব-জন্তু-পূর্ণ ধরা
জীব-শূন্য শূন্যে দোলে।

কোকিল অখিল-রব
  শীতের মরণে ওঠে;
তারকা-খচিত নভ
  অমার আঁধারে ফোটে;
শশিকলা মনোহরা
  লোটে জলদের দলে;
স'য়ে শত মৃত্যু-জরা
  আসে প্রাণী ধরাতলে।

ঝটিকার পাছে আসে
  হিল্লোলি সমীর ধীর;
বন্যার প্লাবন-পাশে
  কল্লোলি শীতল নীর;
রণ পরে শ্রান্তি-সুখ,
  ভ্রান্তি পরে স্বস্তি-গান;
তাপ-দগ্ধ প্রৌঢ়-বুক
  শিশুর ক্রীড়ার স্থান।

মুছি তবে অশ্রুজল,
  অদৃষ্টের এ বিপাক—
ভাঙিছে মরম-স্থল
  কি করিব ভেঙে যাক!
প্রশান্ত রবির মুখ
  ফোটে যে আঁধার ভিতে—
যুঝুক যুঝুক দুখ
  সুখে মোর পথ দিতে!

দহিয়া বিরহ-দাহে
  হোক আরো শুদ্ধ প্রাণ,
প্রেমময়ি, পার যাহে
  করিবারে অধিষ্ঠান!
কত যুগে—দাও ব'লে,
  কিম্বা জন্ম পরে কত—
কত দুখে জ্ব'লে জ্ব'লে
  হব তব মনোমত!

এত বুঝি

এত বুঝি, এত সহি,
তবু তবু—প্রেমময়ি!
আবার সে ভুল!
আবার সে সুখ-আশে
আবার সে দীর্ঘ শ্বাসে
হৃদয় আকুল।

আবার ভাবিছে মন—
এই প্রিয়া-সম্বোধন,
এই শ্বাস হায়,
গিরি বন পাছে ফেলে—
শত ব্যবধান ঠেলে
পড়ে তব পায়!

বিরক্ত কি হবে তায়?
বায়ু ত লইয়া যায়
কত পিক-স্বর;
চন্দ্রমা ত দূরে র'য়ে
চেয়ে থাকে মুগ্ধ হ'য়ে,
আমি সুধু পর!

নদী মত উছলিয়া
পড়ি না চরণে গিয়া
ভাঙিয়া হৃদয়!
সার্থক হউক জন্ম,
সার্থক এ ধৈর্য্যধর্ম্ম,
স্বার্থক প্রণয়।

একি—একি আশা ঘোর!
কোথা সে দৃঢ়তা তোর
হা বিকল মন!
সহিতে জন্মেছি ভবে
আজন্ম সহিতে হবে—
কেন দু-স্বপন?

এ নহে বিরহি-রীতি
সুখ-সাধে নিতি নিতি
বিকল বিহ্বল।
হতাশ-অদৃষ্টে হায়
মধ্যাহ্ন-মরুভূ-প্রায়
দহন কেবল!

হও, মন, হও স্থির,
হের হের কি গম্ভীর
মরু অহরহ!—
কি নিষ্কাম মহাতপ,
কি নীরব মন্ত্র-জপ,
কি আত্ম-নিগ্রহ!

কত নদী সে হৃদয়ে
গিয়েছে বিশুষ্ক হ'য়ে
পথ নাহি পেয়ে;
কত তরু শুকায়েছে,
কত অদ্রি ফেটে গেছে
হৃদি-পানে চেয়ে।

ভয়ে মেঘ যায় দূরে,
নিশ্বাসে ঝটিকা পুড়ে,
দৃষ্টিতে প্রলয়।
বুকে মরীচিকা-খেলা,
তবু কিবা হেলাফেলা!
—প্রণম,' হৃদয়।

সে কথা

সে কথায় কাজ নাই আর।
আকাশে না দেখি ইন্দু, এখনি হৃদয়-সিন্ধু
উঠিবে করিয়া হাহাকার!
আছাড়িয়া ভাঙিবে দু ধার।

সে কথায় কাজ নাই আর।
পাইয়া বায়ুর বেগ এখনি গর্জ্জিবে মেঘ,
জলে জলে হবে ছারখার
জগত সংসার।

সে কথায় কাজ নাই আর।
হেমন্ত কুয়াসা মত— ক্রমশঃ বাসনা যত
যাক যাক হ'য়ে একাকার,
অস্পষ্ট সুদূর অন্ধকার।

সে কথায় কাজ নাই আর।
ডুবিতেছি কাল-নীরে, ডুবে যাই ধীরে ধীরে;
কি হবে উদ্যমে বাঁচিবার?—
সুধু গণ্ডগোল হাহাকার।

হেমন্তে

আকাশ হ'তেছে ক্রমে ধূসর মলিন,
জোছনা হ'তেছে ম্লান, সুদীর্ঘ রজনী;
নিশি-শেষে অশ্রুকণা ফেলিছে ধরণী,
সমীর হ'তেছে ক্রমে শীতল তিখিন।
সন্ধ্যার মলিন মুখ, তারা প্রভাহীন,
তরু লতা শুষ্কদেহ—শুষ্ক পত্র মূলে,
নদী শীর্ণ-কলেবরা—হংসী নাহি কূলে,
ক্ষেত্র বিদারিত-দেহ, ক্ষুদ্র ক্রমে দিন।

হৃদয়, উঠ রে উঠ, বৃথা আর বসি,
বৃথা এ মমতা-গীত কাতর ক্রন্দন!
বৃথা এই সযতন স্বপন-কর্ষণ—
নির্গন্ধ কুসুম সম পথ চেয়ে শ্বসি'!
দেখিবে না বুঝিবে না আমারি প্রেয়সী—
দুখেতে আমার যদি কাঁদে বিশ্বজন!

আয় ঘুম আয়

আয় ঘুম আয়!
চেয়ে আছি সারা রাত বুকে দুটি দিয়ে হাত,
দীর্ঘ শ্বাসে বুক ভেঙে যায়;
অশ্রু-জল কপোলে গড়ায়।
একটি একটি ক'রে সুনীল আকাশ পরে
কত তারা ফুটিল রে, হায়!
লতিকা সমীরে দুলে, ফুল-দল পড়ে খুলে
তটিনী উছলি পড়ে পায়।
আয় ঘুম আয়!

বাঁধ্ মোরে বাহু-ডোরে, এ জগত যাক্ স'রে!
বড় শ্রান্ত আমি এ ধরায়।
বড় শ্রান্ত চেয়ে চেয়ে, বড় শ্রান্ত গেয়ে গেয়ে—
সুখে দুখে প্রেমে কল্পনায়।
বুকে মাথা রাখ্ ভুলে, অকূলে দেখা রে কূলে!
ঢাক্ স্নেহ-ছায়।
আয় ঘুম আয়!

আয় ঘুম আয়!
যূথিকা শুকায়, ঢাকিস্ পাতায়;
ঢেকে দে আমায়।
বিষণ্ণ তারকা মেঘে দিস ঢাকা;
ঢেকে দে আমায়।
ধরণী লুকায়, তটিনী লুকায়,
তোর কুয়াসায়;
ঢেকে দে আমায়!
জগতের দূরে— তোর মেঘ-পুরে,
নিয়ে যা আমায়।
তোর ছায়া মত— স্বপ্ন-মায়া মত,
ক'রে দে আমায়।
বড় শ্রান্ত আমি এ ধরায়।

বৈতরণী-তীরে

এই বৈতরণী-তীরে পাতিয়া এ অস্থি-চিতা
ব'সে আছি কাহার আশয় ?
এ পাণ্ডুর দেহ-ভার দৃঢ় আলিঙ্গনে কার—
চির তরে হইবে বিলয় !

অন্ধকার শিরোপরে দুলিছে কাঁপিছে ঘন,
রুদ্ধ শ্বাসে জগত অধীর।
দিগন্তে প্রলয়-মেঘ উঠিতেছে মাথা তুলি,
বৈতরণী কল্লোলে গভীর।

জপিতে পারিনা আর প্রণয়ের জপ-মালা!
মুখেতে ফুটেনা আর ভাষা।
সঘনে চপলা স্ফুরে, অশনি গর্জ্জিছে দূরে,
হৃদয়ে কি দারুণ পিপাসা!

কণ্টক-মুকুট মাথে, করে ভাঙা মৃৎ-পাত্রে
ফুটিছে সফেন হলাহল।
গৃধিনী নিকটে বসি, কুক্কুর বিকট-কণ্ঠ,
চারিদিকে শিবা-কোলাহল।

নয়নে ঘুরিছে ধরা, নাহি রবি শশী তারা,
প্রাণাধিকে, কোথায়—কোথায়!
দূর তরুতলে ওঠে একি পিশাচের হাসি!
তবে কি এ জন্ম-মৃত্যু সকলি বৃথায়।

'এতদিন পর'

আমি কি করিব বল, ক্ষীণ প্রাণ, হীন মন,
ক্ষুদ্র শক্তি, অল্প আশা মোর।
না জানি কি বুঝে তুমি কি মত্ততা দিলে ঢেলে,
দিলে ঢেলে কি আনন্দ ঘোর!
রুদ্ধ শ্বাসে রুদ্ধ নেত্রে— কি নিগূঢ় আকর্ষণে
আপনায় অক্ষম হইয়া,
তৃপ্তির অসীম বুকে— প্রাণের গভীরতায়
একেবারে প'ড়েছিনু গিয়া!

আজি সে স্বপন-অন্তে এসেছি তোমার কাছে,
কত দিন পরে তা বুঝি না।
একটি ঘুমের পরে এসেছি তোমার কাছে,
ঘুমায়েছি কত তা জানি না।
ও মুখ দেখিয়া আজ মনে হয় তীর্থ ঘুরি
আসিয়াছি দেশে পুনরায়।
একটি সাধনা পূর্ণ হইয়াছে এতদিনে,
অন্য সাধনায় প্রাণ চায়।

তোমার বিরহে আমি হইব জীবন্তে মৃত,
সে ত ছিল প্রথম সাধনা।
আমাতে তোমারে রাখা, আমাতে তোমারে ভাবা
সে ত ছিল প্রথম কামনা।
প্রেম ত আপনি চায় প্রেমাস্পদে মিশে যেতে
অসহ্য হইয়া আপনায় ;
জগতেরে ছেড়ে দিয়ে, নিজেরে ভুলিতে গিয়ে
নিস্বার্থ বলিয়া স্বার্থ চায় !

দাও শিক্ষা যোগময়ি! যেখানে থাক না তুমি,
কিসে দেখি সৌন্দর্য্য তোমার।
তোমাতে মগন হ'য়ে— সত্ত্বা তব ভুলে গিয়ে
একা হই পূর্ণ অবতার!
ভাবিয়া বিন্দুরে এক ব্যাপ্ত হই বিশ্বময়—
শিখা রে শিখা সে প্রেম-যোগ।
ছিঁড়ে যাক নাভি-শিরা, ঘুচে যাক জীবনের
চির-জন্মগত স্বার্থ-রোগ।

জন্মিয়া অনন্ত-মাঝে, বাড়িয়া অনন্ত-মাঝে,
অনন্তের হয়ে সহচর—
তুচ্ছ সুখে দুখে আর কেন আত্মহত্যা করি
আপনায় করিয়া নির্ভর?
ক্ষুদ্র রূপ-শিখা ওই দাও দাও নিবাইয়া,
সম্মুখে উঠুক রবি হেসে!
ক্ষুদ্র তটিনীর কূলে ডুবায়ে রেখ না আর,
সম্মুখে সাগর যাক ভেসে!

চরণে বিশাল পৃথ্বী, পশ্চাতে উত্তুঙ্গ গিরি,
শিরোপরে অনন্ত আকাশ—
দাঁড়াও, শুভদে দেবি, মুক্ত কেশে হাসি মুখে,
কামনার হোক সর্ব্বনাশ।
দেহ সে অজর প্রেম, অমরের চির পূজ্য—
চির শুভ সুন্দর মহান।
লহ, এ জীবন লহ, জীবন-সর্ব্বস্ব লহ—
পদে তব চির বলিদান।

সংসারে

দেরে দেরে ছেড়ে দেরে, ছুটে গিয়ে কেঁদে আসি,
পারি না বহিতে আর এ মায়া-মমতা-রাশি।
একি স্নেহ, একি ভয়, একি হাসা, একি কাঁদা,
ফিরিতে দিবি না পাশ—শত নাগ-পাশে বাঁধা!

গেল গেল সব গেল—অকূল সমুদ্র-আশ
ও ক্ষুদ্র ইঙ্গিত-পথে ছুটে ছুটে বারো মাস।
কোথা সে পৌরুষ গর্ব্ব—বিশ্বগ্রাসী গরজন,
সে উল্লাস, সে উচ্ছ্বাস, উৎক্ষেপণ, বিক্ষেপণ।

ছেড়ে দে, পাগল প্রাণ উধাও ছুটিয়া যাক,
ফুল-পরিমল-ভারে যে থাকে পড়িয়া থাক।
দুরন্ত প্রলয়-ঝড়—আছে তার শত কাজ,
অঞ্চল-বীজন হ'তে আসে নি সে ধরা-মাঝ।

পড়্ পড়্ খ'সে পড়্, হাহা তৃণ-গুল্ম-বাস,
উঠুক আকাশে গিরি ছাড়িয়া অনল-শ্বাস।
জ্ব'লে যাক অন্ধকার, কুয়াসার চাপাচুপি,
আঁখির নির্ঝর-খেলা, বচনের লোফালুফি।

লুটাক্ চরণে ধরা—ইঙ্গিতে অয়ন-পথ,
পারি না থাকিতে আর স্পন্দহীন চিত্রবৎ।
আকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষা বুঝিতে সময় নাই—
ধূধূ ধূধূ করে প্রাণ হুহু হুহু ছুটে যাই।

কি মহা-জীবন-খেলা মেঘে বজ্রে হুড়াহুড়ি!—
দাপটে ঝাপটে ধরা ভ্রমে কোথা গুড়িগুড়ি।
আহাহা, সমুদ্রে ঝড়ে কি সন্তোষ কি আরতি!—
মূর্চ্ছিত দেবতাগণ, স্তম্ভিত ব্রহ্মাণ্ড-গতি।

যায়

(সখীর উক্তি)

যায় ওই যায়।
আকুল ঝটিকা ওই ছুটিল সমুদ্র-মুখে,
হইল না ঠাঁই তার এ ক্ষুদ্র ধরায়।
কাটিল না তার বেলা লয়ে লতা-পাতা-খেলা,
লয়ে তটিনীর ঊর্ম্মি, কুসুম-কুন্তল,—
প্রাণে তার এত কোলাহল।

যায় ওই যায়।
ধূধূধূ সাগর ধারে অনন্ত বালুর পাড়ে
ধূধূধূ মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে লুটায় গড়ায়।
শত মৃত রাজ্য-কথা— শত ভগ্ন দুর্গ-গাথা
ওতপ্রোত করিতেছে হৃদয় যাহার,
সদা ঢুলু ঢুলু প্রাণে চলিবে তোমার পানে,
এ যে গো অসাধ্য কর্ম্ম—আত্মহত্যা তার।

দাও ছেড়ে দাও,
কেন নিমেষের তরে মাঝখানে এসে প'ড়ে
চূর্ণ হ'য়ে যাও!
দাও যেতে দাও।
ও যে জগতের দূরে, তুমি জগতের পুরে,
সজল নয়নে মিছে পথ-পানে চাও।
ওর সুধু খেলা সার— চুরমার ছারখার,
পলকের সুখ সাধ, পলকের ক্লেশ।
নাহি স্বপ্ন, নাহি স্মৃতি, নাহি পরদুখ-ভীতি,
কি-করি-কি-করি সুধু কর্ত্তব্য অশেষ।

নিজ প্রাণ হাতে তুলে বিকাইয়া বিনা মূলে,
সাধিয়া রমণী-ধর্ম্ম কেন ভগ্ন মন?
হোক তার জয় জয় নিত্য এই বিশ্বময়,
শত পরাজিত মাঝে তুমি একজন!
উঠ সখি, মুছহ নয়ন।

নিথর যামিনী

অলস জোছনাময়ী নিথর যামিনী;
মৃদুল মধুর বায়, ধীরে নদী ব'হে যায়,
মধু ভরে ঝ'রে পড়ে বকুল কামিনী।
অলস জোছনাময়ী নিথর যামিনী।

প'ড়ে আছি নদী-কূলে শ্যাম দূর্ব্বাদলে;
কি যেন মদিরা-পানে, কি যেন প্রেমের গানে,
কি যেন নারীর রূপে ছেয়েছে সকলে!
প'ড়ে আছি নদী-কূলে শ্যাম দূর্ব্বাদলে।

অবশ পরাণ যেন গেছে ভেঙে চুরে!
কতটা যেন কি স্রোতে ভেসে গেছে ধরা হ'তে
অবশিষ্ট ল'য়ে যেন ব'সে আছি দূরে!
অবশ পরাণ যেন গেছে ভেঙে চুরে।

ধীরে ধীরে আসে স্মৃতি—যেন কার কথা!
না জানায়ে আসে যায়, হাসি অশ্রু নাই তায়!
দিয়ে মৃদু অনুভব মৃদু অলসতা,
ধীরে ধীরে আসে স্মৃতি—যেন কার কথা!

প'ড়েছি গাথায় কোন্ যেন কোন নারী,
এমনি মধুর রাতে তরু-তলে ধীর বাতে
অঞ্চলে মুছিয়া গেছে নয়নের বারি!
প'ড়েছি গাথায় কোন্ যেন কোন নারী।

শুকায়ে গিয়াছে কোথা কার ফুল-হার!
খেলিতে নদীর কূলে, কি ফেলিয়া গেছে ভুলে!
বাঁধিতে পারে নি ফিরে ঘরে মন তার!
শুকায়ে গিয়াছে কোথা কার ফুল-হার।

শুনেছি বাঁশিতে কার, কোথাকার সুরে!
কে নাহি দেখিলে চাই, এ জগতে কিছু নাই!
ভাঙিতে গড়িতে সুধু নিজে ভেঙে চুরে,
শুনেছি বাঁশিতে যেন কোথাকার সুরে!

দেখেছি হাসিতে যেন অশ্রুজল কার!
দেখা হলে নত আঁখি, দুটি শ্বাস থাকি থাকি,
আকুল পরাণ-পাখী ছাড়িতে সংসার!
দেখেছি হাসিতে যেন অশ্রুজল কার।

দেখেছি অশ্রুতে যেন কার মৃদু হাসি!
দীপ নিভ-নিভ প্রায়, চারি দিকে হায় হায়!
নিস্পন্দ নয়নে চেয়ে ভালবাসা-বাসি!
দেখেছি অশ্রুতে যেন কার মৃদু হাসি।

সত্য যেন উপকথা—দূর স্বপ্ন-জাল!
বুঝিতে হয় না সাধ, গত দুখে সুখ-স্বাদ!
পরের ঘটনা ল'য়ে কাটে যেন কাল!
সত্য যেন উপকথা—দূর স্বপ্ন-জাল।

বৃন্দাবন-গাথা

বৃন্দাবনে

বাঁধিতেছিলাম মন আপন ঘরে—
কেন গৃহ ছাড়িলাম বাঁশীর স্বরে!
সমুখে প্রমোদ-বন,
ফোটে ফুল অগণন,
ওড়ে অলি, নাচে শিখী, হরিণী চরে।
সে যে ছিনু—ভাল ছিনু আপন ঘরে!
সমীর সুরভি-ভরে
ফুলে ফুলে ঢ'লে পড়ে,
মৃদু কাঁপে তরুলতা, পিক কুহরে।
সে যে ছিনু—ভাল ছিনু আপন ঘরে!
আকাশে তারকা কত
চেয়ে প্রেমিকার মত,
হেসে গ'লে পড়ে চাঁদ মেঘের থরে।
সে যে ছিনু—ভাল ছিনু আপন ঘরে!

যমুনা উছলে কত,
ঢে'য়ে ঢে'য়ে চাঁদ শত,
ঘুমায়ে প'ড়েছে ধরা জোছনা-ভরে।
সে যে ছিনু—ভাল ছিনু আপন ঘরে!
এ যে রে সুখের ধরা,
আমি কেন এনু ত্বরা?
কার বাঁশী গেয়ে গেল কাহার তরে!
বাঁধিতেছিলাম মন আপন ঘরে।
বুঝিতে পারি না তায়,
কি খেলা খেলিতে চায়!
দূরে থেকে কেন ডেকে পাগল করে?
বাঁধিতে বসিলে মন আপন ঘরে!

লালসা

কদম-কাননে কে মরি, সজনি,
বাঁশরী বাজায় রাতে!
সুরেতে সুরেতে ছবি এক খানি
এঁকে দেয় হৃদি-পাতে—
বাঁশরী বাজায়ে রাতে।

কি সুরে, সজনী, এঁকে দেয় প্রাণে
চঞ্চল যমুনা-জল—
ঢে'য়েতে ঢে'য়েতে ভাঙা ভাঙা চাঁদ,
মুখে আধ কল কল,
কূলে কূলে ঢল ঢল!

কূলেতে দাঁড়ায়ে কদম-তরুটি,
একটু প'ড়েছে হেলে।
জলেতে ছায়াটি ধরিতে চাঁদেরে,
আকুলি ব্যাকুলি খেলে।

কি সুরে, সজনি, এঁকে'দেয় প্রাণে
শারদ পূর্ণিমা-চাঁদ—
মুখেতে হাসিটি পড়িছে লুটিয়া,
চোখে আধ ঘুম-ছাঁদ।

শুভ্র মেঘ-গুলি হেলিয়া দুলিয়া
ভাসিয়া ভাসিয়া যায়;
ব'সে ব'সে ব'সে ছোট তারা-গুলি
আধ ঘুম-ঘোরে চায়।

কে বাজায় বাঁশী কদম-তলায়,
নিশীথে যমুনা-তীরে?
বুকে কত আশা— কত ভালবাসা
ফুটায়ে ডুবায়ে ধীরে!

মুখানি তাহার কেমন কেমন!
কি জানি কি মাখা তায়!
সুধার সাগর উথলিয়া ওঠে,
যেদিক পানেতে চায়!

ঘেরি চারি দিকে অবাক নয়নে
দাঁড়ায়ে গোপিনী-কুল;
কারো হাতে মালা, কারো বা চন্দন,
কারো বা হাতেতে ফুল।

অধরের কাছে গুঞ্জরে ভ্রমর,
সমীর বহিছে ধীরে;
নাচিছে শিখিনী ছড়ায়ে পেখম,
যমুনা উছলে তীরে।

তরু লতা পাতা নাচিছে মৃদুল,
জোছনা প'ড়েছে শুয়ে;
প্রেমের তড়িৎ কাঁপে চারি দিকে,
অলখিতে হৃদি ছুঁয়ে!
যেচে যেচে প্রাণ ছুঁয়ে।

উদ্বেগ

উছলি পড়িছে সারা দিন রাত
ঝর ঝর ঝর চোখের জল।
আপনার প্রাণ নহে আপনার,
সজনি, কারে কি বুঝাস্ বল্?

প্রেমের বাঁধনি ফেলিব খুলিয়া,
বুকেতে আবার বাঁধিব বল?
মেঘের পানেতে চাহিয়া যখন
রাখিতে পারি না চোখের জল!

ফুটিলে কুসুম, ছুটিলে সমীর,
উছলিলে, সখি, যমুনা-জল—
কি যেন স্বপনে, হারাই আপনে,
মনেতে থাকে না এ ধরাতল!

ফুটিলে চাঁদিমা—কাঁপিলে জোছনা
কোথায় ডুবিয়া ভাসিয়া যাই!
আমার—আমার, কে আছে আমার
কোথাও কাহারে খুঁজে না পাই!

নীরব নিস্মৃতি, ফুটিছে তারকা,
বাজে দূরে বাঁশী চল্ রে চল্!
রমণী হইয়া প্রেমে না মরিয়া
রমণী-জনমে কি আছে ফল?

ভাবিয়া আকুল, কাঁদিয়া ব্যাকুল,
অথচ জানি না কিসের ফল!
ছাড়াতে পারি না, ছাড়িতে চাহি না,
জীবনে জড়ান কি সুখ-ছল!

অভিসারিকা

চ'লেছে কিশোরী ধীরে পায় পায়,
চাহিতে পারে না লাজে।
নব-স্ফুট বুকে নব-স্ফুট প্রেম
মৃদুল মধুর বাজে!

এক খানি হাত সখীর কাঁধেতে,
আঁচল লুটিছে ভূঁয়ে।
সখীর আঁচলে লুকাইবে যেন!
লাজেতে পড়িছে নুঁয়ে।

সুখ-মাখা দুখে— লাজ-মাখা ভয়ে
আশে-পাশে ধীরে চায়!
দূরেতে পাপিয়া উঠিছে ডাকিয়া,
বহিছে মধুর বায়।

কটি-তটে দুলে' ফুলের মেখলা,
হৃদয়ে দুলিছে মালা ;
সুনীল বসনে ঢাকা দেহ-খানি,
রূপে বনপথ আলা !

ফুলের সিঁথিটি পড়িছে সরিয়া,
দুলিছে অলকা দুটি ;
মৃদুল নিশ্বাসে কাঁপিছে বেসর,
ঠোঁটে হাসিখানি ফুটি।

পড়িছে সরিয়া মালা-বাঁধা বেণী,
পড়িছে খসিয়া ফুল ;
ফুটিছে কপোলে অফুট গোলাপ,
আঁখি-তারা ঢুলু ঢুল।

কাম-ধনু মত সুভুরু দুখানি,
কপাল অরধ চাঁদ,
চিবুকে শোভিছে মৃগমদ-বিন্দু,
নয়নে কাজল-ফাঁদ।

চরণ-কমলে মুখর নূপুর'
বাজে মৃদু রুণি রুণি ;
চমকি চমকি ধরিছে সখীরে
নিজ পদ-রব শুনি।

শরত-চাঁদিনী, উড়িছে চকোর,
জোছনা-প্লাবিত বন ;
আধ ঘুম-ঘোরে গাছে ডাকে পাখী ;
বহে ঢুলি সমীরণ।

তরু লতা পাতা মুখে মৃদু কথা,
মেতেছে বকুল-বাস ;
বন-পথ ঢাকা ফুলেতে ফুলেতে,
ছড়ান জোছনা-হাস।

বহিছে যমুনা, বুকেতে জোছনা,
উথলি উছলি কূলে।
দাঁড়ায়ে সমুখে নিবিড় তমাল,
তলে অন্ধকার দুলে।

এলো না এলো না! কই গো বাজে না
বেহাগে মধুর বাঁশী?
মিছা এ জনম, মিছা এ পিরীতি,
মিছা এই আসা-আসি!

মরিয়া গিয়াছে অধরে হাসিটি,
নয়নে সলিল-ভার।
প'ড়েছে বসিয়া তরুর তলায়,
বুকে বল নাহি আর!

বিপ্রলব্ধা

সুষুপ্ত জগত, স্তব্ধ চারিদিক,
কেহ কোথা নাই কাছে।
গালে হাতখানি, বনপথ-পানে
বালিকা চাহিয়া আছে!—

উদাস নয়ন, দিঠি লক্ষ্য-হীন,
পড়েনা পলক—চেয়ে!
বিন্দু বিন্দু অশ্রু ধীরে ধীরে পড়ে
পাণ্ডুর কপোল বেয়ে।

শুকান দুখানি অধর-পল্লব
থেকে থেকে কেঁপে ওঠে।
হৃদয় ছাপিয়া উছসি উছসি
দীরঘ নিশ্বাস ছোটে!

শিথিল শরীর, উদ্ভ্রান্ত হৃদয়,
কোথায় বিঁধিছে কি যে!
আলুথালু কেশ, আলুথালু বেশ,
শিশিরে আঁচল ভিজে।

পশ্চিমে প'ড়েছে ঢলিয়া চন্দ্রমা,
বহেনা বহেনা বায়,—
চরণ চুমিয়া, কুলু কুলু কাঁদি
যমুনা বহিয়া যায়।

মোহ

নিস্তবধ চারিদিক,
তারা-গুলি অনিমিক—
সুধু চেয়ে আছে।
রুণি ঝুনি রুণি ঝুনি,
নূপুরের ধ্বনি শুনি—
সে আসিছে কাছে!

হাতে খ'সে পড়ে বাঁশী,
ঠোঁটে ফুটে ওঠে হাসি,
উতলা হৃদয়।
জানে—কাঁদি তার তরে,
তবু সে বিলম্ব করে!
রমণী নিদয়!

প্রত্যহ কাঁদিয়া বলি,
সে-ও যায় কেঁদে চলি;
তবুও কাঁদায়।
কাঁদিতে কি ভালবাসে,
সুধু কি কাঁদাতে আসে?
সে-ই জানে হায়!

আসে, বুকে মাথা রাখে,
শূন্য-পানে চেয়ে থাকে,
পলক পড়ে না।
ঠোঁটে মৃদু হাসি দোলে,
তবু অশ্রু আঁখি-কোলে!
অথচ ঝরে না।

ভুলে—ভুলে কত ভুলে
আঁখি-তারা দুটি তুলে!
কি বলিবে যেন।
থর থর দেহলতা,
পুন ঢ'লে পড়ে মাথা,
বড় শ্রান্ত যেন!

সরায়ে অলকা-ভার
চুমি তারে বার-বার,
ফোটে হাসি-ধার।
চুম্বন থামিয়া যায়,
অমনি চমকি চায়,
আকুল আবার।

কে বলিবে—কেন বালা
কি এমন দুখ-জ্বালা
সহিছে গোপনে!
পলকে পলকে হেন
হারায় হারায় কেন
সুখের মিলনে?

কার শাপে, কোন্ ভুলে
দেছে প্রেম হাতে তুলে
আজন্ম সহিতে!
ওগো আমি এত ত্রাস,
এত অশ্রু, এত শ্বাস
পারি না বহিতে।

মথুরায়

আমারি হ'লো না গান, আমারি বাঁশরী নাই।
বসন্ত যে এল গেল, ব'সে আছি শূন্যে চাই'!
গুঞ্জরিয়া গেল অলি,
প্রজাপতি গেল চলি,
শুকান বকুল গাছে ফুলে ফুলে গেল ছাই'।
আমারি হ'লো না গান, আমারি বাঁশরী নাই।
মলয় বহিল ধীরে,
জোছনা ঘুমাল নীরে,
শিখিনী নাচিল ডালে, পাখী উড়ে গেল গাই'।
আমারি হ'লো না গান, আমারি বাঁশরী নাই।

হরিণী নয়ন মেলে
তরুতলে গেল খেলে,
তটিনী কূলেতে দুলে ব'লে গেল যাই যাই।
আমারি হ'লো না গান, আমারি বাঁশরী নাই।
কৃষক বাজায়ে বাঁশী
চ'লে গেল হাসি হাসি,
বালিকারা ঘরে গেল মালার মত ফুল পাই'।
আমারি হ'লো না গান, আমারি বাঁশরী নাই।
সবি ভেসে গেল চোখে,
সবি কেঁপে গেল বুকে,
প্রাণে র'য়ে গেল সুর, ভাবের পেনু না খাই!
বসন্ত যে এল গেল ব'সে আছি শূন্যে চাই'।

অবশিষ্ট

ধীরে ধীরে নেমে নেমে থামিয়ে গিয়েছে গান,
বুকে ঘোরে পথ-হারা এখনো একটু তান।
কবিতা গিয়েছি ভুলে,
দুটো ছত্র মনে দুলে;
মুছিয়া ফেলেছি অশ্রু, এখনো আকুল আঁখি;
অজানা নিশ্বাস পড়ে, শূন্যে চাই থাকি থাকি।
শুকায়েছে ফুল-হার,
একটু সুবাস তার
থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে এখনো উঠিছে বায়ে।
যে যাহার গেছে চ'লে,
আমি প'ড়ে তরুতলে;
নিবিয়া গিয়াছে জোস্না, আমি আঁধারের ছায়ে।

ডুবিলে পশ্চিমে রবি, মেঘেতে সাঁঝের বেলা
ছুটো শেষ-রশ্মি-রেখা খেলে ত মরণ-খেলা!
আকাশে চন্দ্রমা-হারা,
প'ড়ে থাকে শুক-তারা;
বিজলী চলিয়া যায়, কাঁদে মেঘ ঝরি ঝরি।
বসন্ত চলিয়া যায়, থাকে শুষ্ক পাতা পড়ি।
স্বপন চলিয়া যায়,
তন্দ্রা করে হায় হায়;
ভালবাসা চ'লে গেছে, প'ড়ে আছে সুখ-স্মৃতি
দুখ-অশ্রুজলে ঢাকা—কল্পনা-কবিতাকৃতি!

বন-লতা

বিভা

ব'সে আছে বিভা বকুল-তলায়,
পা দুটি ঝরণা-জলে।
চেয়েতে চেয়েতে মরাল মরালী
ভেসে যায় দলে দলে।

গালে হাত-খানি, সরস অধরে
অলস হাসিটি শুয়ে।
নব কুসুমিতা মাধবী-শাখাটি
প'ড়েছে বুকেতে নুঁয়ে।

আঁখি-তারা দুটি, মুগ্‌ধা ভ্রমরী,
আনমনে চেয়ে ভুলি!—
প্রভাত-সমীরে বুকেতে পিঠেতে
দুলিছে চিকুর-গুলি।

পাশে আঁখি মুদি হরিণ-শিশুটি
লেহিছে দখিণ কর।
আঁচলে চুলেতে কোলেতে বকুল
ঝরিতেছে ঝর ঝর্।

মুখেতে প'ড়েছে উষার হাসিটি,
বকুলের ফাঁক বেয়ে।
ডালেতে পাপিয়া আকুল ডাকিয়া
মুখের পানেতে চেয়ে!

আ মরি বিভার রূপ-খানি যেন
বরষার উষা-আলো!
মেঘে মেঘে ফুটে পড়িছে লুটিয়া,
জগতে ফোটে নি ভালো।

শুভ্র শতদল— হৃদয়-কমল
এখনি বুঝি বা ফোটে!
সমীরে সরম ভেঙে যায় বুঝি
ধারেতে রাঙিমা লোটে।

বুকে প্রেম-টুকু, সুরভির মত
বেড়াইছে ধীরে ভেসে!
ছুঁইতে যাইলে কিছুই থাকে না,
নহিলে খেলায় হেসে!

কবি

নেমে আসে কবি গিরি-শির হ'তে,
ধীরে ধীরে পায় পায়।
শুভ্র মেঘ-খানি গিরি-কোলে যেন
থমকি চমকি যায়।

বিভল নয়ন স্বপনে জড়িত,
অধরে জড়িত হাসি;
পিঠে নাচে চুল, মাথে বন-ফুল,
হাতে মৃণালের বাঁশী।

তুলিয়া তুলিয়া ভ্রমর ভ্রমরী
পিছনে পিছনে ছোটে;
পাখীরা উড়িয়া এ ডালে ও ডালে
কলরব করি ওঠে।

হরিণ-শিশুটি উঠিল চমকি,
চাহিল চৌদিকে ত্রাসে ;
চপল সমীর অবশ হইল
শত বন-ফুল-বাসে !

"কেন কেন, বিভা, স্বপন তোমার
সহসা ভাঙিয়া গেল !
উড়িতেছিল গো মেঘেতে বাসনা,
বুকে কি ফিরিয়া এলো ?

মদির আলসে বাঁধিতেছিলে গো
কোথায় সাধের ঘর ?
কোথা হ'তে তাহা ভেঙে দিল এসে—
কোথাকার কোন্ পর !

ক্ষমা কর, সখি, অপরাধী আমি,
হৃদি অতি দুরবল—
না রাখিলে কেহ বুকেতে মাথাটি,
ঘুচে না নয়ন-জল।

কাটে না গো দিন কল্পনার ঘোরে,
আশায় আশায় যাপি !
তরুর তলায়— নদীর কূলেতে,
বুকেতে কুসুম চাপি।

কাটে না গো দিন বাজায়ে বাঁশরী,
আপনার মনে গেয়ে।
আকাশের পানে— সাগরের পানে
দিন রাত চেয়ে চেয়ে !”

পরিচয়

বিভার
ঠোঁটের হাসিটি পড়িল ঘুমায়ে,
মুখানি হইল নত।
হৃদয়ের কোথা কে যেন কাঁদিছে
দূর-পরিচিত মত!

কবি, কর দুটি ধরিয়া আদরে,
চেয়ে আছে মুখ-পানে।—
চাহিয়া চাহিয়া এমনি করিয়া
ম'রে যাবে এই খানে!

কাঁপিতেছে বালা থর থর করি,
বুঝি বা ঘুরিয়া পড়ে!
লুটিছে অঞ্চল, লুটিছে কুন্তল,
সিক্ত বাস ঘর্ম্ম-ভরে।

দুটি বিন্দু অশ্রু, ঝরিয়া ঝরে না,
পড়িছে কপোল বেয়ে ;
হৃদয় উঠিছে নিশ্বাসে আকুলি';
—দেখিল কবিরে চেয়ে !

আকাশে বনেতে সাড়া-শব্দ নাই,
মুখে নাই কারো কথা ;
চারিটি নয়ন করে ছল ছল,
দুটি বুকে সুখ-ব্যথা।

পাশেতে জগত স্বপনের মত
এ কেমন ভাঙা ভাঙা !
সমুখে কেবল নয়নে নয়ন,
কপোলে কপোল রাঙা।

চাহনিতে সুধু ঘুম-ঘুম-সুখ,
কত কথা ঠোঁটে মাখা—
ভাষায় আসে না, বলিতে হয় না,
বুকেতে রহে না ঢাকা !

ভ্রমণ

গলে গলে বাঁধা ধীর গতি অতি
চলে গিরি-পথে দুটি।
এর চুল—ওর প'ড়েছে পিঠেতে,
আঁচল চ'লেছে লুটি।

ধীরে আসে বায়ু— চমকি পলায়
দোলায়ে চাঁচর-চুল।
রবির কিরণ কপোলে পড়িয়া
আঁকিছে প্রেমের ভুল!

দুলে দুলে লতা গায়ে এসে পড়ে,
পায়ে পড়ে ফুল-কলি ;
হরিণ-শিশুরা নেচে কাছে আসে,
মুখ চুমে আসি অলি।

হরিণ হরিণী তরু-তল হ'তে
নয়নের পানে চায়,
মাথার উপরে গাহিয়া গাহিয়া
পাখীরা উড়িয়া যায়।

ময়ূর ময়ূরী ডাল হতে নামি
খেলিছে চিকুর ল'য়ে ;
শাখা পসারিয়া টানিছে আঁচল
তরুরা ব্যাকুল হ'য়ে।

দূরে দেখা যায় কবির কুটীর,
সমুখে প'ড়েছে হেলি ;
বন-কপোতীরা উড়িছে বসিছে,
হরিণী ভ্রমিছে খেলি।

নব-কুসুমিতা কনক-লতায়,
ঢাকা চাল ভাঙা-গুলি;
হেথায় হোথায় ফুল থোলো-থোলো
পড়িয়াছে ঝুলি ঝুলি।

রজতের রেখা ছোট ঝরণাটি
চুমিয়া তরুর ছায়—
কুলু কুলু করি কূলে মৃদু দুলি
ঘুমন্তে বহিয়া যায়।

দ্বিপ্রহরা নিশি

দ্বিপ্রহরা নিশি, ঘোরা দশ দিশি,
ঝাঁঝাঁ করে চারি দিক।
তারা-গুলি সুধু জগতের পানে
চেয়ে আছে অনিমিক।

সমীর বহে না, পাতাটি নড়ে না,
ঘুমায় ধরণী-তল।
সুধু জেগে আছে মুখর ঝরণা—
অবিরল কল কল্।

বাজিছে বাঁশরী দূরে গিরি-চূড়ে—
"ঘুমাও ঘুমাও, প্রিয়ে!
ঢাকিয়া তোমায় রাখুন দেবতা
আপনার বুক দিয়ে।

দেখো গো রজনি, ঘুমে যেন তার
নাহি পশে দুস্বপন।
সে অতি সরলা, সমীরে বিহ্বলা,
কাছে নাই প্রিয়জন।

সুখদে রজনি, রাখ তারে রাখ
চির সুখ-স্বপ্নে ঢাকি।
বহ ধীরে বায়ু, উঠ গো চন্দ্রমা,
ডেক না ডেক না পাখী।

ঘুমাও, প্রেয়সি, ঘুমাও ঘুমাও,
আমি আছি তব বসি।
অশ্রু নয়—তুমি দেখিও প্রভাতে
শিশির প'ড়েছে খসি!

ঘুমাও, প্রেয়সি, আমি আছি বসি;
সারা ধরা ঘুমাইয়া।
নহে দীর্ঘ শ্বাস— বনান্তরে বায়ু
ওঠে বুঝি আকুলিয়া!

ওগো না না, আমি নাহি গণিতেছি
সময়ের প্রতি পল।
প্রাচী-কূলে রবি উঠ না উঠ না।
ফুট না কমল-দল।

কেন ওগো বাজে মঙ্গল-আরতি
এত কোলাহল করি!
কেন তুমি ধরা হ'তেছ চঞ্চল?
স্থির হও, পায়ে পড়ি।

ঘুমায় প্রিয়ার অধর-গোলাপে
নবীন যূথিকা-হাসি।
ঘুমায় প্রিয়ার নয়ন-নলিনে
ঊষার আলোক-রাশি।"

বিদেশী

এসেছে বিদেশী কোন্ দেশ হ'তে,
এসেছে না পথ ভুলে ?
সাত-খানি তরী নানা রত্নে ভরা
লেগেছে নদীর কূলে।

প্রতি তরণীতে উড়িছে নিশান,
দুলিছে ফুলের মালা ;
দিন রাত ওঠে হাসি বাদ্য গান,
কতই আলোক জালা।

গ্রামের বধূরা জলকে যাইয়া
দু দণ্ড দাঁড়ায়ে থাকে।
গ্রামের ছেলেরা নদীর কিনারে
ঘোরে কত পাকে পাকে।

বিদেশীর সনে বিভার বিবাহ
হইয়া গিয়াছে স্থির;
আমাদের বিভা হবে রাজরাণী,
ঘুচিবে বাকল-চীর।

সরলা বালিকা কমল-কলিকা
কিছুই বোঝে না হায়!
মলিন বয়ানে সজল নয়ানে
আকাশের পানে চায়!

বিদেশী পাঠায় বসন ভূষণ—
ভাবিয়া মানাবে ভালো।
কভু হেসে দেখে, কভু বা দেখায়,
কভু ভয়ে মুখ কালো।

পড়িয়া গিয়াছে গ্রামে কোলাহল,
　　আমোদে আকুল সবে।
সবাই সেজেছে যাহার যেমন;
　　বাঁশরী-বাজনা-রবে।

সবাই সেজেছে, বিভাও সেজেছে,
　　এ কেমন হায় সাজ!
জনক জননী! কেঁদ না কেঁদ না,
　　বিজয়া দশমী আজ।

সখীর গান

১মা। সুখেতে অবশ প্রাণ,
থামা থামা তোরা গান।
দেখ দেখ চেয়ে সখীর মু'পানে
কিবা সরমের ভাণ!

ঠোঁটের হাসিটি, দেখ লো চাহিয়া,
আঁচলে চাপিয়া লুকাইতে গিয়া
কেমন পড়িছে ধরা!
মুখ-পানে বালা চায় না চাহিতে,
চপল দিঠিটি চায় লুকাইতে!
কিবা দুখ মন-গড়া!
দেখ গো, ওগো দেখ গো!

২য়া। চিকুর জড়ান ফুলে,
গলে ফুল-মালা দুলে।
.চিকণ দুকূলে ঢাকা দেহ-খানি,
ঘোমটা পড়িছে খুলে।

নূপুর বাজিছে পায়,
আঁচল লুটিয়া যায়।
সখীরো হাসিটি পারে না সহিতে,
সরমে পলাতে চায়।

ব'লো না গো অত কথা,
এখনি পাইবে ব্যথা!
হাসিতে লাজেতে ফেলিবে কাঁদিয়া,
নুঁইয়া পড়িবে মাথা।
থাম গো, ওগো থাম গো!

৩য়া। দেখ বুকে হাত দিয়া,
কাঁপিছে সখীর হিয়া!
বহিলে বায়ুটি, কাঁপিলে পাতাটি,
ওঠে কেন চমকিয়া?

তবে না, সরলা বালা,
জান না প্রেমের জ্বালা!
কাটিত কি দিন হাসিয়া গাহিয়া
গাঁথিয়া ফুলের মালা?
বল গো, ওগো বল গো।

সকলে। অধরে অধরে বাঁধ রে বাঁধ রে
এ বেলা!
এ সুখ-রজনী রবে না, সজনি,
রবে না এমন কুসুম-মেলা!
সাধিবার যাহা নাও সেধে নাও,
বাঁধিবার যাহা নাও বেঁধে নাও,
সরমে সোহাগে হেসে কেঁদে নাও,
এ যে জাগরণে স্বপন-খেলা।

বিদায়

তরণী বহিয়া যায়।
দাঁড়ি মাঝি সারি গায়।
উড়িছে নিশান, বাজিছে বাজনা,
বহিছে মৃদুল বায়।

গ্রামের লোকেরা নদীর কিনারে
দাঁড়াইয়া গায় গায়;
সবারি নয়ন জলে ছল ছল,
বিভা আমাদের যায়!

ব'সে আছে বিভা পতির বামেতে
নিষ্কম্প আড়ষ্ট কায়।
দেহের বাঁধন গিয়াছে কাটিয়া
যেন কি অদৃষ্ট-ঘায়!

দিঠি লক্ষ্য-হীন, সম্মুখে সকলি
যায় যেন ভেসে ঘুরে।
চাহিতে বুঝিতে সে শকতি নাই—
সে যেন কোথায় দূরে!

বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ফুটিছে কপালে,
ঢলিয়া পড়িছে মাথা;
নাহি বহে শ্বাস, মলিন কপোল,
শুকান অধর-পাতা।

পড়ে না পলক, ঢল ঢল আঁখি
সলিলে র'য়েছে ভরি।—
তুষারের মত গিয়াছে জমিয়া,
যাতনা পড়ে না ঝরি!

অকাল মরণ দূর হ'তে যেন
ডাকিতেছে স্নেহ-স্বরে,—
'আয় ফিরে আয় ঘরে!'

কনকাঞ্জলি।

শেষ

পশ্চিমে ডুবিছে রবি;
না না না, ডুবেছে সবি!
গ্রামের লোকেরা ফিরে গেছে গ্রামে
নদী-কূলে একা কবি।

বহিয়া বহিয়া যেতেছে তরণী,
সর্ সর্ দ্রুত গতি।
ভূমে পড়ি বাঁশী, তরু-কোলে মাথা,
চাহিয়া—উদ্ভ্রান্ত-মতি!

নদী কূলে কূলে পড়ে ঘন ছায়া ;
স্তবধ ধরণী-তল।
শির'পরে করে সাগর-কপোত
সকরুণ কোলাহল।

অতি দূরে তরী— নদী মোহানায়
হংসী-সম যায় দেখা।
নীরব নিথর পূরব আকাশে
ফুটিছে চাঁদের রেখা।

ত্বরিতে ধীবর ভিড়াইছে ডিঙি,
'পলাও আসিছে বান।'
ফুঁসিয়া উঠিছে অগাধ সলিল ;
নড়িছে না দু-নয়ান !

তরী দেখা যায় দিগন্ত সীমায় ;
আকণ্ঠ মগন জলে।
কাতর সমীর ডাকে বার বার,
হাঁকে নদী বজ্র-গলে।

কোমল তরল নীলিম আকাশে
পূর্ণিমার চাঁদ ফোটে—
থর থর থর ক্রমশ উজ্জ্বল!
কল কল্ নদী ছোটে।

যে যেথায় পায় পলায় তরাসে,
চারিদিকে কোলাহল।
তবু চেয়ে আছে— তবু চেয়ে আছে,
নয়নে নাহিক পল!

স'রে গেছে তরী, ডুবে গেছে মাথা।
জোস্না অতি পরিষ্কার।
নিম্নে কল কল্ দু'কূল তলায়ে
ঢুলিছে সলিল-ভার!

প্রদীপ। দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত।
কনকাঞ্জলির ন্যায় আকার, কাগজ ও বাঁধাই।
মূল্য পাঁচ সিকা। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়;
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।